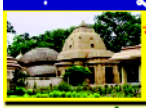

আরামবাগে দুর্ঘটনায় মৃত স্ত্রী, জখম স্বামী

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক গৃহবধূর। জখম হয়েছেন তাঁর স্বামীও। তবে তাঁর আঘাত তেমন গুরুতর নয়। বৃহস্পতিবার ভোরে ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির আরামবাগের মায়াপুর কল্যাণ কেন্দ্রের কাছে আরামবাগ-তারকেশ্বর প্রধান সড়কের উপর। মৃতার নাম স্বপ্না মিশ্র(৩৩)। আহত স্বামীর নাম হরিমাধব মিশ্র। দুজনেরই আদিবাড়ি পাঁশকুড়ার কুমাড়ারা গ্রামে। তবে তাঁরা আরামবাগের মুথাডাঙ্গার পালপাড়ায় বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকতেন। পেশায় দুজনেই সব্জী বিক্রেতা। তাঁরা প্রতিদিন বিভিন্ন হাটে গিয়ে সব্জী বিক্রি করতেন। এদিনও ভোরবেলা বাইকে চড়ে দুজনে মুথাডাঙ্গা থেকে মায়াপুর হাটে যাচ্ছিলেন। তখন মায়াপুর কল্যাণকেন্দ্রের কাছে তাঁদের বাইকটি বালিতে পিছলে গিয়ে উল্টে যায়। দুজন দুদিকে ছিটকে পড়েন। রাস্তার উপর পড়ে স্বপ্নাদেবী। তখন পিছন থেকে দ্রুতগামী একটি লরি তাঁকে চাপা দেয়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। চোখের সামনে স্ত্রীর মৃত্যু দেখে জ্ঞান হারান হরিমাধব। এরপর স্থানীয় মানুষ ছুটে গিয়ে হরিমাধবের জ্ঞান ফেরান। খবর পেয়ে আরামবাগ থানার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান।

পেট্রোল পাম্পে কাজ করে সংসারের আর্থিক দায়িত্ব সামলাচ্ছেন দুই গৃহবধূ

অভিজিৎ মুখার্জী ● আরামবাগ

এক সময় বাড়ির মেয়েদের খুব কম বয়সে বিয়ে হয়ে যেত। এমনকি পরিবারের পক্ষ থেকে তাদের পড়াশোনার উপরেও জোর দেওয়া হত না। ফলে পুঁথিগত বিদ্যা বলতে তাদের কিছু থাকত না। জীবনজীবিকার মূল স্রোত থেকে তারা অনেকটা আড়ালেই থেকে যেত। বাড়ির ঘেরাটোপের মধ্যে ঘরসংসার সামলাতেই তারা ব্যস্ত থাকত। এমনকি বাড়ির বাইরে বের হওয়ার ক্ষেত্রেও নানারকম বিধিনিষেধ ছিল। কিন্তু এখন দিনকাল অনেক পাল্টে গেছে। এখন আর কম বয়সে বিয়ে দেওয়ার কথা অনেকেই ভাবেন না। সরকারিভাবেও অল্পবয়সে বিয়ের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এমনকি মেয়েদেরকে শিক্ষিত করে তুলতে সরকারের পক্ষ থেকেও নানারকম কর্মসূচী গ্রহণ করা হচ্ছে। 'কন্যাশ্রী' প্রকল্প তারই অঙ্গ। তাই এখন মেয়েরা অনেকেই উচ্চশিক্ষিত হচ্ছে। নিজেদেরকে কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত করছে। পুরুষদের চেয়ে তারাও যে কোনও অংশে কম নয় তাও প্রমাণ করছে। স্কুল, কলেজ, ব্যাঙ্ক থেকে শুরু করে বেসরকারি সংস্থায় তারা এখন চাকরি করছে। নিজেদেরকে স্বনির্ভর করার পাশাপাশি পরিবারের আর্থিক দায়দায়িত্ব তারা সামলাচ্ছে। হুগলির আরামবাগের দুই গৃহবধূকেও নিয়মিত দেখা যায় রাস্তার ধারের একটি পেট্রোল পাম্পে। ওই দুই গৃহবধূ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বিভিন্ন যানবাহনে পেট্রোল- ডিজেল দেওয়ার কাজ করে থাকেন। আরামবাগ- চাঁপাডাঙ্গা ২নং রাজ্য সড়কের পারুলের কাছে একটি পেট্রোল পাম্পে ওই দুজন কর্মরত। তাঁরা রোজ বাড়ির কাজ সামলে পেট্রোল পাম্পে গিয়ে গ্রাহকদের পরিষেবা দিচ্ছেন। তাঁদের মধ্যে সবিতা অধিকারীর বাড়ি পারুলেই। তিনি প্রায় ২ বছর এই পাম্পে কাজ করছেন। সবিতাদেবীর স্বামী সুব্রত অধিকারী আগে বাসের হেল্পার ছিলেন। কিন্তু বছর পাঁচেক আগে তিনি শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ায় সেই কাজ ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। তাঁদের একমাত্র ছেলে চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ে। তবে সে গড়বেতায় মাসির কাছে থাকে। সেখানেই পড়াশোনা করছে। এখানের বাড়িতে স্বামী ও শাশুড়িকে নিয়ে থাকেন সবিতাদেবী। স্বামী অসুস্থ হওয়ার পর বাপের বাড়ির আর্থিক সহযোগিতায় কিছুদিন সংসার চালিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু তারপর সংসারের হাল ধরতেই নিজে কাপড় ফেরি শুরু করেন। প্রায় ৩ বছর ধরে পাড়ায় পাড়ায় কাপড় নিয়ে বিক্রি করতেন। এভাবেই সংসার চালিয়েছিলেন। এরপর হঠাৎই এক আত্মীয়ের মাধ্যমে ওই পেট্রোল পাম্পে কাজ পান। প্রতিদিন তিনি সকাল ৭টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত দায়িত্বের সঙ্গে এই কাজ করে থাকেন। পরিশ্রম অনেক বেশি হলেও নিজের সংসারের আর্থিক ব্যয়ভার সামলাতে এর থেকে ভালো কাজ তিনি পাননি। সবিতাদেবী জানান, তিনি অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন। তাঁর স্বপ্ন ছিল আই সি ডি এস কর্মী হিসাবে কাজ করার। পরীক্ষাও দিয়েছিলেন। কিন্তু কাজটা তিনি পাননি। তাই বাধ্য হয়েই তাঁকে এই কাজ বেছে নিতে হয়েছে। অন্যদিকে পাম্পে কর্মরত আর এক গৃহবধূ প্রতিমা কুণ্ডুর বাড়ি আরামবাগ ব্লকেরই মায়াপুর ২নং গ্রাম পঞ্চায়েতের কালিদনা গ্রামে। তিনি প্রতিদিন সাইকেলে চড়ে পাম্পে আসেন। তাঁর স্বামী কমলাকান্ত পেশায় দিনমজুর। তিনিও সবিতা দেবীর মতো অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন। আগে স্বামীর সঙ্গেই তিনি দিনমজুরী করতেন। মাঝে মাঝে জবকার্ডেরও কাজ করেছেন। এরপর বছরখানেক আগে তিনি এই পাম্পে কাজটি পেয়ে যান। তাঁর পরিবারে স্বামী ছাড়াও রয়েছে দুই মেয়ে। একজন মাধ্যমিক এবং অন্যজন উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে। তাই পাম্প থেকে যা বেতন পান তাই দিয়ে কোনওরকমে সংসার চলে যায়।

তিনি চান, দুই মেয়েকে পড়াশোনা করিয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে। অন্যদিকে ওই পাম্প কর্তৃপক্ষ জানান, দুজনেই খুবই দায়িত্বশীল। অত্যন্ত স্বচ্ছভাবে তাঁরা কাজ করেন। ওনাদের কাজে তাঁরা খুব খুশি।

শ্রীরামপুরে গৃহবধূর মৃত্যু, শ্বশুরবাড়িতে ভাঙচুর, মারধর

নিজস্ব সংবাদদাতা, শ্রীরামপুর ঃ বাঁকুড়ার জয়পুর থানার লোকপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা সদানন্দ গোস্বামী তাঁর মেয়ে বনশ্রী রায় (২৬)কে চার বছর আগে শ্রীরামপুর মান্নাপাড়ার সৈকত রায় সাথে বিয়ে দেন। সৈকত স্থনীয় একটি ওষুধের দোকানে কাজ করে। অভিযোগ, বিয়ের পর থেকেই শ্বশুরবাড়ির লোকজন বনশ্রীর উপর নানারকমভাবে অত্যাচার করতো। বনশ্রীর বাপের বাড়ির অভিযোগ, মঙ্গলবার রাত ১১টা নাগাদ হঠাৎ তাঁদের কাছে খবর আসে যে তাঁদের মেয়ে বিষ খেয়েছে। সেদিনই ভোরে তাঁরা শ্রীরামপুরে আসেন। প্রথমে বিষয়টি তাঁরা স্বাভাবিক মৃত্যু ধরে নেন। কিন্তু বেলা যত বাড়তে থাকে তাঁদের চোখের সামনে ছবিটা পরিষ্কার হয়ে যায়। প্রতিবেশিদের কাছে তাঁদের মেয়ের অত্যাচারের কথা জানতে পারেন। এর পরেই প্রবল বিক্ষোভে ফেটে পড়েন চাতরা মান্নাপাড়া। শুরু হয় গণপিটুনি, অভিযুক্ত শ্বশুর, শাশুড়ি ও সৈকতকে মারধর করে তাদের বাড়ি ঘর ভাঙচুর করা হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে শ্রীরামপুর থানার পুলিশ এসে তাদেরকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় থানায়। শ্রীরামপুর থানায় তাদের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করে মৃতার বাপের বাড়ির পরিবার।

হতাশ জীবনে আশার আলো............
জার্মান হোমিও কেয়ার
Mob.-9674533162/7890779979
SEX, প্রবলেম - যৌন সমস্যা
●সহবাসে অক্ষমতা ●ইন্দ্রিয় শিথিলতা ●শীঘ্র পতন ●ইন্দ্রিয় ছোট, ইন্দ্রিয় সরু ●উত্তেজনার অভাব ○স্বপ্ন দোষ ●ধাতু তারল্য ●ধাতু ক্ষয় ●সিফলিস ●গনোরিয়া ●ফাইমোসিস
সহ যাবতীয় নারী-পুরুষ যৌন ও গুপ্ত রোগের সুচিকিৎসা নিন।
১০০% সুচিকিৎসা নিন
☆ গোপনে মদ, গাঁজা, ড্রাগস, সিগারেট ও হেরোইন, গুটকাসহ যাবতীয় নেশা ছাড়ানো হয়।
☆মহিলাদের বক্ষ সৌন্দর্য্য ☆যাবতীয় চুলের সমস্যার সমাধান করা হয়
☆অর্শ, ফিসচুলা, হাঁপানী, ডায়বেটিস ☆ব্রণ, চর্মরোগ, পেটের রোগ
☆রোগা থেকে মোটা-মোটা থেকে রোগা
আগে থেকে ফোনে নাম নথিভুক্ত করে আসুন।
শেওড়াফুলি (পোস্ট অফিসের পিছনে) মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি দুপুর ৩ টে থেকে সন্ধ্যা ৭টা, রবিবার সকাল ৯টা থেকে সকাল ১১টা
দমদম জংশন ইন্দিরা ময়দানের বিপরীতে প্রতি সোম ও শুক্র সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যে ৭টা
আরামবাগ গৌরহাটী মোড়
তারকেশ্বর কালীবাড়ীর মাঠের পূর্বদিকে

উন্নয়নের কাজ শুরু করল টিডিএ

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ দীর্ঘ অপেক্ষার পর অবশেষে শুরু হতে চলেছে হুগলির তারকেশ্বর ডেভেলমেন্ট অথিরিটির (টিডিএ) উন্নয়নের প্রথম পর্যায়ের কাজ। জানা গেছে, প্রথম পর্যায়ে শহরের মন্দিরের রাস্তাগুলির সংস্কার করা হবে। পৌরসভার ৩নং ওয়ার্ডের স্টেশন দিক দিয়ে যেতে রাস্তার ধারে ইতিমধ্যেই রাস্তা নির্মাণের জিনিসপত্র ফেলতে শুরু করা হয়েছে। আনা হয়েছে মার্বেল, টাইসল্, সিমেন্ট, বালি ইত্যাদি। পৌরপ্রধান স্বপন সামন্ত জানান, কয়েকদিন আগে টিডিএ-র প্রথম কর্তা ফিরহাদ হাকিম দ্রুত এই কাজ শুরুর প্রতিশ্রুতি দিয়ে গিয়েছিলেন। আর তাঁর কথা অনুযায়ী টিডিএ-র গাইড লাইন অনুযায়ী কাজ শুরু হচ্ছে। পরবর্তী শহরে গোটা শহর ও ব্লক জুড়ে উন্নয়ন চলবে।

চুঁচুড়ায় আশাকর্মীদের বিক্ষোভ সমাবেশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, চুঁচুড়া ঃ সমস্ত আশাকর্মীদের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের স্থায়ী কর্মচারী হিসাবে নিয়োগসহ মোট বারো দফা দাবির ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার চুঁচুড়ার ঘড়ির মোড়ে বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করল পশ্চিমবঙ্গ আশা কর্মী ইউনিয়নের হুগলি জেলা কমিটি। এদিন জেলার চারটি মহকুমার হাজার খানেক আশা কর্মী এই কর্মসূচী উপলক্ষ্যে ঘড়ির মোড়ে উপস্থিত হন। সেখানে নিজেদের দাবি দাওয়া নিয়ে বক্তব্য রাখেন উপস্থিত নেতৃবৃন্দ। সপ্তাহে একদিন ছুটিসহ নিয়মের বাইরে কোনও কাজ না করার কথা উঠে আসে তাঁদের বক্তব্যে। এরপর এখান থেকে মিছিল করে সকলে জেলা মুখ্যস্বাস্থ্য আধিকারিকের দপ্তরে গিয়ে ব্যাপক বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এরপর এক প্রতিনিধি দল জেলার মুখ্যস্বাস্থ্য আধিকারিককে স্মারকলিপি জমা দেয়।

স্বামীর বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ স্ত্রীর

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ স্বামীর বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ তুললেন স্ত্রী। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির আরামবাগ ব্লকের বাতানল গ্রাম পঞ্চায়েতের চকমদন এলাকায়। এঘটনায় ওই গৃহবধূ আরামবাগ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন। এছাড়াও ঘটনার কথা হুগলি জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সম্পাদক শাহিদ ইমামকে জানিয়েছেন।

দুর্ঘটনায় মৃত শিশু, অবরোধ, বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বৈদ্যবাটী ঃ হুগলির বৈদ্যবাটীতে পথদুর্ঘটনায় ৫ বছরের এক শিশুর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার সকালে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। উত্তেজিত জনতা ঘটনার প্রতিবাদে বৈদ্যবাটী দীর্ঘাঙ্গী মোড়ে প্রায় দেড় ঘন্টা দিল্লি রোড অবরোধ করে। পরে শ্রীরামপুর থানার পুলিশের মধ্যস্থতায় অবরোধ ওঠে। মৃত ওই শিশুটির নাম রুদ্রনীল সাহা (৫)। বাড়ি বৈদ্যবাটী পুরসভার ২২ নং ওয়ার্ডের পদ্মাবতী কলোনীতে। রুদ্রনীল স্থানীয় একটি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে কেজি ১-এর ছাত্র। প্রতিদিনের মতো এদিনও সকালে সে মা কাকলি সাহার সাথে স্কুলে যাচ্ছিল। পদ্মাবতী কলোনী থেকে কোনও গাড়ি পাওয়া যায় না বলে দিল্লি রোডে গিয়ে গাড়ি ধরেন। এদিন সকালে গাড়ি ধরার জন্য দিল্লি রোড যাচ্ছিলেন কাকলিদেবী। ছেলের ডান হাত ধরে কাকলিদেবী হেঁটে যাচ্ছিলেন। বৈদ্যবাটী দীর্ঘাঙ্গী মোড়ের কাছে তারকেশ্বর রোডের উপর একটি ট্রাক এসে প্রথমে কাকলিদেবীকে ধাক্কা মারে। তিনি ট্রাকের ধাক্কায় রাস্তার ধারে ছিটকে পড়েন। কিন্তু ৫ বছরের ছেলে রুদ্রনীল গিয়ে পড়ে রাস্তার উপর। ট্রাকটি শিশুটিকে পিষে দিয়ে চলে যায়। ঘটনাস্থলেই শিশুটির মৃত্যু হয়। এরপরেই উত্তেজিত জনতা ক্ষোভে ফেটে পড়ে। তারা দিল্লি রোড অবরোধ করে। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ, এই মোড়ে প্রায়শই দুর্ঘটনা ঘটে। এখানে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের জন্য পুলিশ থাকলেও তারা ট্রাক থেকে তোলা তুলতে ব্যস্ত। তাই অধিকাংশ সময়েই এই এলাকা সাধারণ মানুষের কাছে অত্যন্ত বিপজ্জনক। এদিন দিল্লি রোডে জনতা তোলাবাজির অভিযোগ তুলে রীতিমতো ঝাঁটা দিয়ে এক সিভিক ভলেনটিয়ারকে মারধর করে। পরে পুলিশ ওই সিভিক ভলেনটিয়ারকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। পুলিশ এই ঘটনার যাতে পুনরাবৃত্তি না হয় সে বিষয়ে আশ্বাস দেওয়ার পর অবরোধ উঠে যায়।

বেড়াতে আসুন কামারপুকুরে
কামারপুকুর মঠের মেইন গেটের পাশে থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে
যোগাযোগ ঃ বাসুদেব লজ, কামারপুকুর
ফোন ঃ ৯৭৩৩৫৯৫৬৬৯

নিরোগ ডায়গনষ্টিক
আরামবাগ, কোর্টরোড, হুগলী
Ph : 03211-256950
Mob. 9732843677
○MRI
○3D Multi Slice CT Scan
○Digital X-Ray
○Colour Doppler
○Ultrasonography
○Echocardiography 2DM Mode & colour
○Holter Monitor
○Endoscopy
○Colonoscopy
○EMG
○NCV
○EGG
○Pathology
○FNAC

অসম্পূর্ণ দাম্পত্য জীবনের সমস্যায় হতাশ কেন? যৌন অক্ষমতা, লিঙ্গ শিথিলতা, ক্ষুদ্র লিঙ্গ, সন্তান হীনতা, পৌরুষ হীনতা, চিকিৎসা সম্ভব। প্রধানত—ব্লাড সুগার, হাই ব্লাড প্রেসার, প্রবল মানসিক টেনশন এই রোগের কারণ। এছাড়া কিডনী স্টোন, বাত, অর্শ, শ্বেতী সোরাইসিস নিরাময় হয়। সুখী ও সুন্দর বিবাহিত জীবন উপভোগ করুন।
ডাঃ এন কে রায়
এই রোগের সফল পরামর্শ দেন।
জয় ক্লিনিক
- আরামবাগ বাসট্যান্ডের বিপরীতে।
- কোলকাতা, দমদম, মেট্রো জংশন, জি. টি. আর-এর বিপরীতে।
- উদয়নারায়ণপুর থানার পাশের বাজার।
- হেঁড়িয়া খেলাঘরের পাশে।
- শ্যামপুর স্টেট ব্যাঙ্কের বিপরীতে।
☛ বিঃ দ্রঃ-গোপনে মদের নেশা ছাড়ান (১০ দিনে পরিবর্তন)
যোগাযোগ-৯৪৩৩২৭৬১০৬/৭৫০১৩৩০২০৭

নামেই স্বাস্থ্যকেন্দ্র, সন্ধ্যা নামলেই নেশাগ্রস্তদের মুক্তাঞ্চল

চাঁপসরা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র

নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি ঃ শ্রীরামপুর-উত্তরপাড়া ব্লকের চাঁপসরা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র নামে হাসপাতাল হলেও বর্তমানে তা নেশাগ্রস্তদের আড্ডাখানায় পরিণত হয়েছে। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ঘরের দেওয়াল থেকে খসে পড়ছে পলেস্তারা। শুধু ওষুধপথ্য অমিল বললে ভুল বলা হবে। বরং বলা ভালো এখানে চিকিৎসক থেকে নার্স এমনকি অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মী সবই বাড়ন্ত বা নেই বললেই চলে। ফলে রোগীও এখানে তেমন চোখে পড়ে না। এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এখন নেশাড়ুদের আড্ডাখানা বা মুক্তাঞ্চলে পরিণত হয়েছে। ফলে এদিক ওদিক তাকালে ওষুধপথ্যের বদলে নজরে পড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মদের খালি বোতল, পোড়া সিগারেটের টুকরো থেকে শুরু করে গুটখার খালি প্যাকেট। প্রায় হাতের কাছে স্বাস্থ্যকেন্দ্র থাকা সত্ত্বেও স্থানীয় বাসিন্দাদের অন্যত্র ছুটতে হয়। স্থানীয় বাসিন্দা প্রফুল্ল সাঁতরা জানান, সাড়ে তিন দশক আগে পিয়ারাপুর পঞ্চায়েতের চাঁপসরা গ্রামে হাসপাতালের জন্য তাঁর বাবা প্রায় ৫ বিঘা জমি দান করেন। সেই জমিতেই স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি গড়ে ওঠে। এর জন্য তাঁরা যেমন কোনও টাকা নেননি। তেমনি দু-দুবার এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চাকরির সুযোগ দেওয়া হলেও তাঁদের পরিবার সেই প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয়। তিনি আরও জানান, এখানে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য আবাসনও তৈরি হয়। কিন্তু তাতে উন্নতির বদলে উল্টে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে। ভাঙাচোরা জীর্ণ পুরানো ভবনে গর্ভবতী মায়েদের ওষুধ দেওয়ার জন্য একটি ঘর খোলা থাকে। বাকি সব ঘরই বন্ধ। চতুর্দিকে ঝুল, আবর্জনার মধ্যে কখনও কখনও ছাদের বা দেওয়ালের চাঙড় খসে পড়ছে। আর তার মাঝেই চলছে বহির্বিভাগের কাজ। তাই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের হাল ফেরাতে রাস্তায় নেমেছেন আশেপাশে প্রায় ৭টি গ্রামের মানুষ। তাঁরা সবাই মিলে তৈরি করেছেন 'চাঁপসরা স্বাস্থ্য বাঁচাও উদ্যোগ প্রাথমিক কমিটি'। আগামী রবিবার নাগারিক সমাবেশের ডাক দেওয়া হয়েছে। তাই এখন পাড়ায় পাড়ায় লিফলেট বিলি করছেন গ্রামবাসীরা নিজেরাই কমিটির তরফে স্থানীয় বাসিন্দা পেশায় গৃহশিক্ষক জগন্নাথ রায় বলেন, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জন্য ৩২ ধরনের ওষুধ বরাদ্দ রয়েছে। এছাড়া অ্যাম্বুলেন্স ও অন্যান্য পরিষেবাও পাওয়ার কথা। কিন্তু এখানকার চিকিৎসক ২০১৫ সালে অন্যত্র বদলি হয়ে যাওয়ার পর থেকে এখন শুধুমাত্র একজন নার্স ও একজন চতুর্থ শ্রেণির কর্মী বসেন। তাঁরা শুধু জ্বর, সর্দি, কাশি, পেট ব্যথার মতো কয়েকটি রোগেরই ওষুধ দেন। পাশাপাশি তিনি বলেন, এলাকার বহু মানুষ আশেপাশের কলকারখানায় কাজ করেন। স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি চালু থাকলে তাঁরাও লাভবান হবেন। তাছাড়া এই কেন্দ্রের পাশেই রয়েছে দিল্লি রোড। সেখানে অহরহ দুর্ঘটনা ঘটে। এখানে উপযুক্ত পরিষেবা মিললে দুর্ঘটনাগ্রস্তর অন্তত প্রাথমিক চিকিৎসাটুকুও করা যাবে। তাই এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে পুরোদমে চালু করতে সব চেষ্টাই আমরা করব। গ্রামবাসীদের দাবি, কেউ না থাকায় আবাসনগুলিও কার্যত ভূতের বাড়ির চেহারা নিয়েছে। তাছাড়া স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চৌহদ্দির কোনও পাঁচিল না থাকায় তার সুযোগ নিয়ে প্রায়শই এখানে মদ, গাঁজার আসর বসছে। গ্রামবাসীরা স্বাস্থ্যকেন্দ্রটির পুনরুজ্জীবনের দাবি জানিয়ে মাস কয়েক আগে ব্লকের স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে বিষয়টি নিয়ে দরবারও করেন। স্বাস্থ্যদপ্তরের পক্ষ থেকে তাঁদের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল চলতি বছরের পুজোর পরেই এখানে একজন চিকিৎসক নিয়োগ করা হবে। আর যদি দুজন চিকিৎসক নিয়োগ করা যায় তাহলে অন্তর্বিভাগও চালু করা হবে। কিন্তু প্রতিশ্রুই সার, কাজের কাজ কিছুই হয়নি। এবিষয়ে হুগলি জেলা মুখ্যস্বাস্থ্য আধিকারিক শুভ্রাংশু চক্রবর্তী জানান, পরিস্থিতি সরজমিনে দেখা হয়েছে। সেখানে পরিষেবায় কিছু খামতি রয়েছে। পাশাপাশি তিনি আরও জানান, শীঘ্রই একজন চিকিৎসক চাঁপসরা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়োগ করা হবে। যিনি প্রতি সপ্তাহে ২-৩দিন সেখানে বসবে।

কামারপুকুর আর্টমিউজিয়াম ও হুগলি গ্রামীন জেলা পুলিশের যৌথ উদ্যোগে-
রাজ্যব্যাপী বসে আঁকো প্রতিযোগিতা
স্থানঃ- কামারপুকুর কলেজ মাঠ তারিখঃ-৩১-শে ডিসেম্বর (রবিবার) ২০১৭ সময়ঃ- দুপুর ১-৩০ মিনিট থেকে ৩টা
সহযোগিতায়- কামারপুকুর ভি.এস.বি ক্লাব
প্রতি গ্রুপে ১ম, ২য়, ৩য় ছাড়া ৩০ জনকে সান্ত্বনা পুরস্কার (সর্বমোট ১১টি বিভাগে প্রতিযোগিতা হবে)
সকল বিভাগের বিষয়- যেমন খুশি আঁকো
নাম জমা দেবার শেষ তারিখ ০১/১২/২০১৭ (নিকটবর্তী অঙ্কন শিক্ষক অথবা-ONLINE)
বিস্তারিত জানার জন্য- ওয়েবসাইট-www.artmuseum81.org অথবা
Facebook-BASUDEB DEY/ 9735195716 ✱ M- 9735195716